NOV 22 2002

তারিখ ..... পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

ঢাবি একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। সভায় মাস্টার্স কোর্স চালু নিয়ে আলোচনা হলেও এখন এ কোর্স থাকবে কি থাকবে না কিংবা চালু থাকলেও তা কিভাবে হবে কেউ তা জানে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও কোনপ্রকার ব্যাখ্যা না দেয়ায় ছাত্রছাত্রীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। গত বুধবার একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা এখন সরাসরি চাকরি করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি একাডেমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কয়েকটি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে শিক্ষকরা ঐকমত্যে পৌছলেও কয়েকটি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অনেক শিক্ষকের কাছে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। শিক্ষকরাও তেমন কোন জবাব দিতে পারেননি। বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। এই সিদ্ধান্তে আমাদের লাভ ক্ষতি কি হবে তাও জানি না। ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন, আমাদের কি এখন মাস্টার্স করতে হবে না, মাস্টার্স কি সকলেই করতে পারবে, ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রী কি প্রফেশনাল ডিগ্রী, ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রী কি চাকরির বাজারে বিবেচনা হবে প্রভৃতি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাস্টার্স ডিগ্রীর কোর্স নিয়ে প্রোভিসির নেতৃত্বাধীন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এটি সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে নাকি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে তা কমিটি খতিয়ে দেখছে। আগামী ২৪ নভেম্বর সিন্ডিকেটে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রী দেশের এবং দেশের বাইরের চলমান ৪ বছরের ডিগ্রীর সমতুল্য। ৪ বছরের অনার্স পরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সুযোগ পাবে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা তাই পাবে। তবে মাস্টার্সের ধরন কি হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।